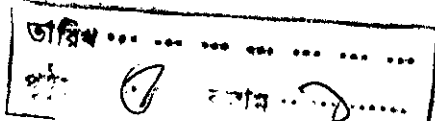


ভাষার কলক



এম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা, ছাত্রদের ইংরেজির ওপর থেকে ভয় টে দাব্ব, যাতে করে ইংরেজিতে কথা বলার, খার দক্ষতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শোনা ও পড়ার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে। এতে আমাদের সবার মনোবৃত্তি ইগমার কথা। কিন্তু আমি কিছুটা এগিয়ে এসেছি। যে, National Curriculum and Text Book Board (CTB) ইংরেজিকে 'প্রথম ভাষা' (First language) হিসেবে পড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে। এখানে 'প্রথম ভাষা' সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকতে হবে। মায়ের ভাষাই সাধারণত মাতৃভাষা, কিন্তু সব সময় তা প্রথম ভাষা নাও হতে পারে। বাবা-মা বাড়ালি হলেও শিশু বিদেশে লাভ করে আশপাশে, স্কুলে, চিহ্নিত, দোকানে অন্য এক ভাষাই সবসময় শোনে তাহলে শিশু ভাষাতেই - কথা বলবে আর তার বেলায় কই হয়তো প্রথম ভাষা বলা হবে। প্রধান শর্ত ইংরেজি অবস্থা অর্থাৎ চারদিকের ভাষাগত স্থান।

যষ্ঠ শ্রেণীর জন্য যে Guidebook (গাইডবুক) করা হয়েছে তার লেখক Peter ster. এতে বলা হয়েছে শিক্ষক শ্রেণীকে গাইডবুক না-সবই ইংরেজিতে বলবেন। এতে আমাদের শিক্ষকদের সীমাবদ্ধতা প্রকট। তাদের স্কুলগুলো বৈশিষ্ট্যগত যেখানে গ্রামে, কাংশ শিক্ষকই যেখানে ইংরেজি উচ্চারণে গায় পড়েন, তদুপরি বলার মধ্যে জড়তা আছে। বাংলা মাধ্যমেই ইংরেজি পড়তে কষ্ট, তাহলে প্রশিক্ষণ ছাড়া ইংরেজিতে কিভাবে নেবেন?

Grammar-এর কথায় আসা যাক। পাঠ্য গ্রন্থের পড়ানোর সুযোগ বা সময় রাখা বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে ইংরেজি 'প্রথম ভাষা' হিসেবে। প্রথম ভাষা লিখতে যদিও ব্যকরণ লানো না আমাদের পাঠ্যক্রমে এখনো যেখানে কারক-পড়ি সেখানে গ্রামার ছাড়া ইংরেজি শেখার কতোটুকু হবে।

তবে যষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বইগুলো ভাবে সাজানো হয়েছে যে শিক্ষার্থীরা না সারা

আভ্যন্তরীণ

নতুন পাঠ্যক্রম ও ইংরেজি

দিলরুবা কবির

করা হয়েছে সত্য/মিথ্যা, শূন্যস্থান পূরণ, ক্রিস্টোফেনশন, মেলানো (Matching) ইত্যাদি দিয়ে। এগুলো ভালো করে অর্থ না বুঝেও পড়তে পারা যায় বলে শিক্ষার্থীর আনন্দের ওপর দোষ দেবে লেখা। সত্য/মিথ্যার ক্ষেত্রে দেখা যায় হয় সব সত্য বা সব মিথ্যা লেখা। এতে করে ৫০-৬০ ভাগ হয়তো ঠিক হয়। ওপরের শব্দগুলো দেখে শূন্যস্থান পূরণ করে ক্রমানুযায়ী, এখানেও কিছুটা নম্বর পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কমক্রিস্টোফেনশনও দেখে লাইনগুলো মিলিয়ে লিখতে পারলে উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন কিছু নয়।

বাজারে যে নোট বই প্রচলিত রয়েছে তা ভয়াবহ। This is a book (দিস ইজ এ বুক) - এভাবে প্রতিটি শব্দ শিক্ষার্থীরা নোট বই দেখে বাংলায় মুখস্থ করে। পরে যখন ইংরেজি বই হঠাৎ মাঝখান থেকে পড়তে দেওয়া হয় তখন ইংরেজি শব্দগুলো আর ইংরেজি বানানে পড়তে পারে না।

ইংরেজিকে কঠিন মনে হলে এবং শিক্ষকদের পর্যাণ্ড ট্রেনিং না দিতে পারলে

ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক না করে গ্রন্থিক বিষয় হিসেবে চিন্তা করা যায় কি? আমরা যখন জীবনভিত্তিক শিক্ষার কথা বলছি, সেখানে তো আমরা হাইস্কুল পাস বা অষ্টম

শ্রেণী পাস করেও কারিগরি বা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের কথা ভাবতে পারি।

এটা যে কতো ক্ষতিকর সব শিক্ষকও তা বুঝতে পারেন না। তাদের ধারণা, বাড়িতে বাবা-মা যেহেতু ইংরেজির ব্যাপারে কোনো রকম সাহায্যই করতে পারেন না সেহেতু নোটবইগুলো সহায়ক। ক্ষতিকর নোটবই থেকে শিক্ষার্থীদের প্রভাবমুক্ত রাখার কথা শিক্ষা বোর্ডকেই চিন্তা করতে হবে; প্রয়োজনবোধে দু-একটি নোটবই বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে রেখে ক্ষতিকর বইগুলো সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে, এবং তা শিগগিরই।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, পড়তে পারছে না, বলতে পারছে না, বুঝতে পারছে না - তবু ছেলেমেয়েরা পাস করছে। আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি শুধু পাস করা না কি শিখতেও হবে? শেখাই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে Communicative English কিভাবে পড়তে হবে, লেখতে হবে সেসবের প্রশিক্ষণ শিক্ষকদের দিতে হবে। বইগুলো যেভাবে করা হয়েছে যেমন-Dialogue/Conversation- চিন্তা করে সাজানো হয়েছে যে শিক্ষার্থীরা না সারা

সজ্জতা আনয়নে ও নাগরিক সুবিধার জন্য। ৩ চাকরি পেয়েও যান। দু-এক জন ভালো শিল্প যারা গ্রাম থেকে যান তারা নবম-দশম শ্রেণী পড়তে চান, নিচের ক্লাসগুলো বাংলা বা ইতিহাস বা অন্য শিক্ষকদের দিয়ে দায়সারা গোছে পড়া হয়। এতে শিক্ষার্থীরা কতোটুকু শিখতে পারে পরবর্তী শ্রেণীতে তারাই দুর্বল বলে চিহ্নিত গ্রামের ছাত্রদের (আমাদের বেশির ভাগ শিক্ষা গ্রামে থাকে) যদি ইংরেজি শিক্ষার নাম কে English Culture, যেমন জন্মদিনের কিং কোনো আনন্দময় দিনের বর্ণনা, কেকের বর্ণনা উপহারের বর্ণনা ও ছবিসহ বিভিন্ন খবরের বর্ণনা যা নবম-দশম শ্রেণীতে কয়েকটি অধ্যায়ে রয়েছে শেখানো হয়, তাহলে তা আমাদের অর্ধশিক্ষার্থীর কাছে কতোটা গ্রহণযোগ্য আমি জ্ঞান না। তাই বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যত্নশীল না হলে মাঝে মাঝে আমাদের বিবেকের কাছে দংশন হবে বৈ কি!

ইংরেজিকে কঠিন মনে হলে এবং শিক্ষকদের পর্যাণ্ড ট্রেনিং না দিতে পারলে ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক না করে গ্রন্থিক বিষয় হিসেবে চিন্তা করা যায় কি? আমরা যখন জীবনভিত্তিক শিক্ষা কথা বলছি, সেখানে তো আমরা হাইস্কুল পাস অষ্টম শ্রেণী পাস করেও কারিগরি বা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের কথা ভাবতে পারি। সেখানে যে ইংরেজি না জেনেও কাজের মাধ্যমে অনেক ভালো ফল দেখাচ্ছেন। জীবনভিত্তিক শিক্ষার কথা শুধু রোগানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে না, যদি আমরা প্রতিটি বিষয়কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদে চিন্তিত্রস্ত ফলাফলের (Brain storm) ভিত্তিতে ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগাতে পারি। উন্নত স-দেশেই দ্বিতীয় ভাষা বাধ্যতামূলক নয়

আন্তর্জাতিক ভাষা শেখার জগত ৮০ জন শিক্ষার্থীকে এক ক্লাসরুমে প্রশিক্ষণ না পাওয়া শিক্ষকের সঙ্গে ৪০ মিনিট করে ধরে রাখার প্রচেষ্টা সময়, মেধা ও পয়সার অপচয় মাত্র। সবচেয়ে বড়ো কথা, আমাদের মনে রাখতে হবে - জীবনের জন্য শিক্ষা, মানুষের জন্য শিক্ষা, শিক্ষার জন্য মানুষ নয়।